8th International Children's Film Festival, Bangladesh
JANUARY 24-30, 2015

আমাদের উৎসব

৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ । ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন । Future in Frames
শনিবার । ২৪ জানুয়ারি, ২০১৫ । ৪ পাতা । মূল্য ৫ টাকা । সংখ্যা ০১

উৎসব পরিচালকের কথা

রায়ীদ মোরশেদ

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে পরপর সাত বছরের সফলতার পর এবার ৮ম বারের মত আমরা বাংলাদেশের শিশুদের জন্য আয়োজন করছি আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব। যদিও উৎসব পরিচালকের দায়িত্বটা আমার কাছে নতুন। প্রথমবারের দায়িত্ব পেয়ে কাজটা অনেক ঝামেলার মনে হচ্ছে। তবে এই ঝামেলার মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞতা হচ্ছে যা পরবর্তীতে কাজের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

এবারের উৎসবের মূল বৈশিষ্ট্য এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশের পথ ধরে আমাদের উৎসবটিও ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। চলচ্চিত্র নির্বাচন, স্বেচ্ছাসেবক বাছাই, অনলাইনে চলচ্চিত্র জমাদান প্রক্রিয়া, ডিজিটাল আইডি কার্ড থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়েছে। এমনকি আমাদের মিটিংগুলোও হয়েছে অনলাইনে। গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করে পুরো উৎসবকেই আমরা অনলাইন প্লাটফর্মে নিয়ে এসেছি।

শিশুদের প্রতিযোগিতা বিভাগের পাশাপাশি এবার প্রথমবারের মত আমরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগ ও একই সাথে তরুণ নির্মাতাদের জন্য নতুন প্রতিযোগিতার বিভাগ খুলেছি।

তবে একই সাথে হতাশার ও দুঃখের বিষয়, আমরা আমাদের এবারের উৎসবটি রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিকাল তিনটা থেকে শুরু করছি। যার ফলে আমরা স্কুল থেকে শিশু-কিশোরদের আনতে পারছি না। আশার কথা এই যে, এবারের উৎসবটি শুধু শিশুদের জন্য নয়, সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি আমরা। যাতে করে উৎসব প্রাঙ্গনটি সবসময় উৎসবমুখর থাকে।

আমি চাই উৎসবে আসা শিশু নির্মাতারা এই সাতদিনে অনেক কিছু শিখবে। নিজেদের আরও ভালো ভাবে যাচাই করতে পারবে। ভবিষ্যতে দেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তারা যদি পুরস্কার না পায় তাহলে যেন আশাহত না হয়।

সবশেষে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের এই উৎসবটি একদিন আরও উন্নত ও জাকজমকপূর্ণ হবে এবং পৃথিবীব্যাপী যত চলচ্চিত্র উৎসব রয়েছে সেগুলোর জন্য একটি আদর্শ হিসেবে কাজ করবে।

ফ্রেমে বাঁধা স্বপ্নের উৎসবের শুভ উদ্বোধন

অপেক্ষার পালা শেষ। ফ্রেমে বাঁধা স্বপ্নের উৎসবের পর্দা উঠবে আজ। গত সাত বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব। 'ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন' শ্লোগান নিয়ে ২৪ থেকে ৩০ জানুয়ারি এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে একই সাথে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে। এবারের উৎসবে সারাদেশে মোট ১০টি ভেন্যুতে ৪৮টি দেশের প্রায় দুই শতাধিক শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। উৎসবের সকল প্রদর্শনী অভিভাবকসহ শিশু-কিশোরদের জন্য উন্মুক্ত।

এবারের উৎসবে অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ হিসেবে থাকছে বাংলাদেশের শিশুদের নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় প্রদর্শনের জন্য সারাদেশ থেকে মনোনীত মোট ৩০টি ছবির মধ্যে ৫টি ছবিকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার হিসেবে থাকছে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও আর্থিক প্রণোদনা। পুরস্কারের জন্য গঠিত পাঁচ সদস্যের জুরিবোর্ডের সবাই শিশু-কিশোর অর্থাৎ ছোটরাই বাছাই করবে ছোটদের নির্মিত শ্রেষ্ঠ ছবিগুলো। এছাড়াও রয়েছে আরও তিন ধরণের চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা ছাড়াও উৎসবে সারাদেশ থেকে আগত ৫১জন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য ৭দিন রয়েছে বিভিন্ন ধরণের আনন্দ আয়োজন। যার মধ্যে থাকছে দিনব্যাপী কর্মশালা, সেমিনার, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে আড্ডা এবং আরও অনেক কিছু।

সব বাধা পেছনে ফেলে শুরু হতে যাচ্ছে শিশুদের স্বপ্নের উৎসব। ছোট্ট বন্ধুদের জন্য রইল শুভ কামনা। এই সাতটি দিনে নিজেকে রাঙিয়ে নাও। কারণ সকল ধূসরতাকে সরিয়ে তোমাদের স্বপ্নগুলোকে যে বাঁধতে হবে রঙিন ফ্রেমে!

• *আশিক ইব্রাহীম*

কার্টুন: জুনায়েদ আজিম চৌধুরী

নতুনের জয়গান

সপ্তম উৎসবের শেষ দিনে চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের সভাপতি মুহম্মদ জাফর ইকবাল, সাবেক উৎসব পরিচালক মোরশেদুল ইসলামসহ সকলের সম্মতিক্রমে গঠিত হয় নতুন কার্যকরী উৎসব কমিটি।

বর্তমান উৎসব প্রোগ্রামার আবীর ফেরদৌস বলেন, "এই পদে যোগ দিতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। নতুন হিসেবে আমার কাজ অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং। এই কাজে আমি নিজেকে উজাড় করে দিতে চাই। এবারের উৎসবে প্রদর্শনের জন্য মনোনীত সবগুলো ছবি সত্যিই অসাধারণ। এগুলো শিশু-কিশোরদের মেধা ও মনন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।"

এবারের উৎসব সমন্বয়কারী সাদিয়া তাবাসসুম ও ফারিহা জাহান জানান, তাঁরা নতুন উৎসব সমন্বয়কারী হতে পেরে প্রথমে অনেক আনন্দিত হলেও পরে শঙ্কিত হন কারণ এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আগে করতেন মুনিরা মোরশেদ মুন্নী। এই দায়িত্বে কাজ করা যেমন অনেক আনন্দের তেমনি কাজটি বেশ কঠিনও বটে! সারা বাংলাদেশ থেকে এবার ৫১জন শিশু প্রতিনিধি আসছে। তাদের দেখাশোনা ও সকল নির্দেশনা দেওয়ার মত দায়িত্বপূর্ণ কাজটি এবার তাদের করতে হচ্ছে।

নতুন বিভাগীয় উৎসব সমন্বয়কারী রায়হান আহম্মেদ বলেন, "রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে এবারের উৎসবটি সাতটি বিভাগের পরিবর্তে তিনটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নানান সীমাবদ্ধতার পরেও যে এই উৎসবটি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এটাই আমাদের অনেক বড় পাওয়া।"

• *আবু সাঈদ নিশান*

(বাঁ থেকে) ফারিহা জাহান, রায়হান আহম্মেদ, আবির ফেরদৌস এবং সাদিয়া তাবাসসুম

উৎসব লোগো ফিল্ম

বাংলাদেশের কোন এক গ্রামের ছোট্ট একটি ছেলে তার নিজের শিশুসুলভ চিন্তার মাধ্যমে তার নিজ গ্রামকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত...। ছেলেটির এই ব্যস্ততা এবং চিন্তাগুলো নিয়েই নির্মিত হয়েছে এবারের উৎসবের লোগো ফিল্মটি। নির্মাতা মাসুদুল হক লোগো ফিল্ম সম্পর্কে বলেন, "ফিল্মটির গল্প চিত্রায়ণের জন্য আমি এবং আমার টিম গিয়েছিলাম মানিকগঞ্জে। গ্রাম্য পরিবেশে শ্যুটিং করা একদিকে যেমন মজার অন্যদিকে অনেক কঠিন। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় অবশেষে কাজটি শেষ করতে পেরেছি। পুরো কাজটিতে আমাকে সর্বক্ষণ সাহায্য করেছে নিশান, আশিক, আফনান, সৃজন ও তুষার।

উদ্বোধনী চলচ্চিত্র "লোলা অন দ্য পি"

এবারের উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে জার্মান পরিচালক টমাস হেইনম্যান এর "লোলা অন দ্য পি" চলচ্চিত্রটি। ৯৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই ছবিটি শাহবাগের কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর শওকত ওসমান মিলনায়তনে সন্ধ্যা ৬টায় দেখানো হবে। অসাধারণ এই চলচ্চিত্রটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে লোলা নামের নয় বছর বয়সী একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে।

ফিরে দেখা

বিপুল আনন্দ আয়োজন ও বর্ণাঢ্য সমাপনীর মধ্য দিয়ে গত ৭ই মার্চ ২০১৪ইং তারিখে পর্দা নেমেছিল ৭ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশের। উক্ত উৎসবে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগ যথাক্রমে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও বরিশালের মোট ১২টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়। ৩৫টি দেশের মোট ১৫০টি ছবি প্রদর্শিত হয় গতবারের উৎসবে। বরাবরের মত ৭ম উৎসবেও ছিল শিশু-কিশোরদের নির্মিত চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা বিভাগ। সারাদেশ থেকে বাছাইকৃত মোট ৩২টি চলচ্চিত্র থেকে ৫জন শিশু-কিশোর বিচারকের রায়ে শ্রেষ্ঠ ৫টি চলচ্চিত্রকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রথম পুরস্কার: *

দ্বিতীয় পুরস্কার: লস্ট ইন দ্যা পাস্ট
(তাহা মুহাম্মাদ ইসমাইল)

তৃতীয় পুরস্কার: দি চেয়ার
(অনন্যা জামান নিশি)

চতুর্থ পুরস্কার: ইন এনিমেট ওয়ার্ল্ড
(সায়েদা সামিয়া রহমান টুসি)

পঞ্চম পুরস্কার: শখের ঘুড়ি (তুষার চন্দ্র রায়)

* প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'যাদুর কাঠি' পরবর্তীতে বাতিল বলে ঘোষণা করে সিএফএস কর্তৃপক্ষ।

• *আদিবা কারিন*

সাবেক উৎসব পরিচালকের কথা
মোরশেদুল ইসলাম

টানা সাত বছর উৎসব পরিচালক হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম। এবারের উৎসবে কার্যকরী সদস্য হিসেবে না থাকলেও ৮ম উৎসবের প্রতি শুভ কামনা জানিয়েছেন তিনি। আমাদের উৎসব প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "নতুনরা তাদের সৃজনশীলতা, উদ্যম ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষতাকে সাথে নিয়ে আরও ভালো ভাবে কাজ করবে এই বিশ্বাস আমার আছে। এইবারের উৎসবটা আমাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও আরও অনেক সংকটের মধ্যে করতে হচ্ছে। এরপরও যারা নিষ্ঠার সাথে প্রতিদিন কাজ করে যাচ্ছে তাদের প্রতি আমার দোয়া ও শুভ কামনা রইলো। নতুনদের অনেক ভুল হবে, তারা ভুল থেকে শিখবে এটাই আশা করছি।" উৎসবে সশরীরে থাকতে পারছেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "এবার নির্ভার হয়ে ছোটদের কাজ দেখার পরিকল্পনা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাপারটা অবশ্যই কষ্ট দিচ্ছে। তবে এবার ওরা নিজেদের যাচাই করতে পারবে, আমার উপর নির্ভরশীল হবে না ব্যাপারটা ভালো লাগছে।"

wdwj¥Rã

দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র অবলম্বনে সূত্র দেয়া আছে। সূত্র অনুযায়ী ফিল্মিজম্দটি সমাধান কর।

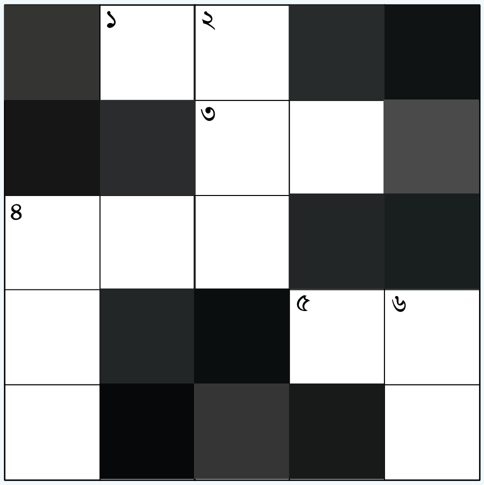

পাশাপাশি:
১. কান পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ছবি,
৩. দস্যুরাজ,
৪. ক্ষুদে চোরের যম,
৫. গোল চশমা

উপর-নিচ:
২. যার দিনরাত্রী... ।
৪. তুষারের রানী,
৬. নীল ম্যাকাও

ফিল্মিজম্দটি তৈরী করেছে : মাহমুদ সৌরভ

কৃতজ্ঞতা

প্রতিবছরের মত এবারও "ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন" শ্লোগান নিয়ে পর্দা উঠলো ৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের। অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়ে এ বছর উৎসব আয়োজন করতে হয়েছে। দেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রথমেই আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতকে। ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান অর্থমন্ত্রণালয়, অ্যাকশন এইড, কানাডিয়ান হাইকমিশন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে। এছাড়াও যে প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছে তারা হলো আঁলিয়স ফ্রঁসেজ, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল, ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং সময় টেলিভিশন।
বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই উৎসবের অনলাইন মার্কেটিং পার্টনার হুতুমকে। সেই সাথে আমাদের বন্ধু সংগঠন ম্যুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটি এবং চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি চট্টগ্রামের প্রতি আমরা আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

And the curtain raises!

With the slogan "Future in Frames' the 8th International Film Festival has raised its curtains on the 24th of January, 2015, presenting over 200 films from more than 48 countries at 10 venues nationwide. In this regard a 'Meet the Press' session had been held on the 22nd of January, at the National Public Library premises in the presence of Mustafa Monowar, Chairman of the Festival A dvisory Committee, Rayeed Morshed, Festival DIrector, and Sadia Tabassum Preety and Fariha Jahan, Festival Coordinators.

The festival will be inaugurated at Shawkat Osman Auditorium, National Public Library by A. M. A Muhit, honorable Finance Minister of the People's Republic of Bangladesh. The ceremony will also be graced by the company of the honorable Minister of Cultural Affairs, Asaduzzaman Nur, the special guest; Mustafa Monowar, Chairman of the Festival Advisory Committee, and Md. Zafar Iqbal, President of Children's Film Society, Bangladesh.

This festival is going to simultaneously take place in Dhaka, Sylhet and Chittagong, with 3 daily screenings at 3pm, 5pm and 7pm respectively. New sections have been added to the festival competitions this time - 'Young Bangladeshi Talent Award', 'Social Film Award', and 'International Competition'- with 'Films made by Bangladeshi Children'. We are also looking forward to a Seminar on Early and Forced Child Marriage at Sufia Kamal Auditoriaum at National Museum on the 3rd day of the festival, and a workshop conducted by Amitav Reza at British Council Library on the next day.

The Closing and Award giving ceremony will mark the end the festival on 30th January at the National Museum Auditorium. Mustafa Monowar, Chairman of the Festival Advisory Committee; Dr. Muhammed Zafor Iqbal, President of Children's Film Society Bangladesh; Liaquat Ali Lucky, Director General of Bangladesh Shilpakala Academy, and renowned faces of the cultural arena along Ambassadors of various High Commissions will

Mustafa Monwar, Chairman of the festival advisory committee, answers to the journalists about the festival at the Central Public Library Seminar Hall on 22nd January, 2015.

WHAT'S NEW!

With the new generation taking over this festival, some big changes can be seen this time. Firstly, we finally get some popcorn! This year also brings a ticket-free system, making it free to adults as well. Volunteers have now been further empowered, new leaders are hatching everywhere. It sure looks like a brand new start!

Le New Festival Director!

The 8th International Children's Film Festival Bangladesh sees a new dawn of the annual event, as the assignment of Festival Director gets handed down from Morshedul Islam to the former Festival Programmer, Rayeed Morshed. 'I am absolutely thrilled at receiving such an honor. A revolution is starting this year,' the 21-year-old promises.

Lights, Camera, LOGO FILM!

A logo film to represent what the festival is for is a CFS tradition. This year, Masudul Haq and his team were in charge. Unlike the previous urban-based logo films, Haq and his team shot the film in a remote village in Manikganj. The director's interpretation was that you don't need fancy equipments to make a film. All you need is dreams and the desire to fulfill them.

Editor: Abu Sayeed Nishan
Co-editor: Adiba Karin, Ashik Ibrahim, Auroni Semonti Khan
Co ordinator: Zamshedur Rahman Shajib
Senior Reporter: Mahmud Shourov
Reporter: Samia Sharmin Biva, Sadia Islam Roza, Razkanna Razzaque Poushi, Syeda Ashfah Toaha Duti, Raidah Morshed

Organized by
Children's Film Society, Bangladesh

Supported by
Canada actionaid manusher jonno

Associated Partners
Alliance Française de Dacca, Daffodil University, Daffodil School, British Council

Online Marketing Partner
hootum